সমকাল

তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ঘুষ ছাড়া কোনো কাজই হয় না

নাজিরপুর প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

■ নাজিরপুর (পিরোজপুর) প্রতিনিধি

নাজিরপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কাজে অফিসে এসে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ভুক্তভোগী শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, অফিস সহকারী নওশাদই অনিয়ম ও দুর্নীতির মূল হোতা। তিনিই বিভিন্ন অজুহাতে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে শিক্ষকদের কাছে টাকা দাবি করেন।

শিক্ষকদের অবসরের টাকা উত্তোলনের কাজ বাবদ ২০ থেকে ৫০ হাজার, সুবিধাজনক স্থানে বদলিতে ১০ থেকে ৩০ হাজার, টাইম স্কেলে ১ হাজার, সার্ভিস বুক ওপেন ১ হাজার, জাতীয় পে স্কেলের বকেয়া প্রদানে ১ থেকে ৪ হাজার টাকা প্রদান করতে হয় প্রতি শিক্ষককে। এতে প্রতি বছর কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হয় অফিস সহকারী নওশাদের মাধ্যমে। এ উৎকোচের টাকা ভাগবাটোয়ারা নিয়ে অফিস সহকারী নওশাদ হোসেনের সঙ্গে অফিসের ভিতরেই একাধিকবার শিক্ষক সমিতির নেতাদের হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে। গত জুলাই মাসে বিলডুমুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া নতুন নিয়োগকৃত প্যানেল শিক্ষক গৌরাঙ্গ বিশ্বাস জানান, তিনি তার সব কাগজপত্র নিজ হাতে ঠিকঠাক করে অফিসে নেওয়ার পরও অফিস সহকারী নওশাদ তার কাছ থেকে মিষ্টি খাওয়া বাবদ জোর করে ১ হাজার টাকা নেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক চাঁদকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুল ইসলাম বলেন, গত ২ মাসে অফিস সহকারী নওশাদ হোসেন ২শ' থেকে আড়াইশ' শিক্ষকের ফিকশেসন বাবদ ১ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা করে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা আদায় করলেও এখনও তাদের কাজ করে দেননি।

উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্ঝর কান্তি সুতার জানান, নাজিরপুর প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রধান নিয়ন্ত্রক অফিস সহকারী নওশাদ হোসেন ও আবুল কালাম। তাদের এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে একাধিকবার প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করা হলেও কোনো প্রতিকার হয়নি।

অভিযুক্ত অফিস সহকারী নওশাদ হোসেন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি ছোট চাকরি করি। এত দিন সদ্য বদলি হওয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কৃষ্ণপদ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছি আর এখন সদ্য যোগদান করা কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করব। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম জানান, কিছু অনিয়মের বিষয়ে এরই মধ্যে অনেক শিক্ষকের কাছে মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। অনেক আগের কাজও অহেতুক ফেলে রাখা হয়েছে। আমি তা দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছি।